দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা .. ৫ কলাম ৭ ......

34

বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ফান্ড গঠন প্রসঙ্গে

মাহমুদুল বাসার

খবরের কাগজে দেখলাম সরকার বেসরকারি শিক্ষক কল্যাণ ফান্ড গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। সামনের মাস থেকেই নাকি শিক্ষকদের বেতন থেকে টাকা কাটা হবে।

বেসরকারি শিক্ষকরা যদিও দীর্ঘকাল আন্দোলন করে অনেকগুলো দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন, তবু যেসব শিক্ষক বা শিক্ষক সংগঠন 'ডঃ কুদরত–ই খুদা' শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর তাদের দাবি একটাই। তা হলো শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল অমানবিক, অযৌক্তিক বৈষম্য দূর হোক। শিক্ষা কাঠামো হোক বৈষম্যমুক্ত। সে দাবি এখনো পূরণ হয়নি।

যেসব শিক্ষক তিন যুগ শিক্ষকতা করে অবসর নিচ্ছেন তাদের বিদায়ের দৃশ্যটি বড়ই করুণ। শূন্য হাতে, সজল চোখে, একটা ছাতা মাথায় দিয়ে একরাশ দুঃখ আর অনিশ্চয়তা নিয়ে, মানুষের কাছে করুণার পাত্র হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। এরই পাশাপাশি একজন সরকারি প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক যখন অবসর নিচ্ছেন তখন তিনি পাচ্ছেন মোটা অংকের এককালীন টাকা। তার ওপর প্রতি মাসে অবসর ভাতা বা পেনশন। বৈষম্য আরো আছে। শুধু আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে নয়, মর্যাদার ক্ষেত্রেও।

সেদিন পত্রিকায় দেখলাম সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা দাবি করছেন, তাদের গেজেটেড অফিসারের মর্যাদা দিতে হবে। চমৎকার! যদি এ দাবি পূরণ হয়, তাহলে তো বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপকের কাগজপত্র সত্যায়িত করার জন্য স্কুল–শিক্ষকের দুয়ারে ধরনা দিতে হবে।

আরো একটি অমানবিক বৈষম্যের কথা বলি। বেসরকারি কলেজের শিক্ষকগণ আট বছর শিক্ষকতার পর সকলে সমানভাবে সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতি পান না। এখানে ৩ঃ১ অনুপাত নিয়ম মেনে চলা হয়। এতে সমপরিমাণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেউ পাচ্ছেন ৪৮০০ টাকা স্কেল, কেউ পাচ্ছেন ৪১০০ টাকা স্কেল। এ ব্যাপারটি সরকারি কলেজে নেই। কোন্ কারণে এমন পাগলামিপূর্ণ, ভিত্তিহীন নিয়মটি চালু রাখা হয়েছে?

যাহোক, শিক্ষক কল্যাণ ফান্ডের আলোচনাই এ নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। পত্রিকায় যখন দেখলাম বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করতে যাচ্ছে সরকার এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের অনুদান থেকে টাকা কাটা হবে তখন আমার প্রতিক্রিয়া হয়েছে আনন্দের পরিবর্তে বেদনাদায়ক।

খুব সম্ভব বছরখানেক আগে জনপ্রিয় নাট্যকার হুমায়ুন আহমদের একটি বিটিভি নাটক দেখেছিলাম। তাতে দেখেছিলাম যে, একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক জইফ, বৃদ্ধ বয়সে পেনশনের জন্য ডিজি অফিসে ধরনা দিতে দিতে, অপমানিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন, তবু পেনশন আদায় করতে পারেননি। আরেকটি সিনেমায় দেখেছিলাম একজন শিক্ষক পেনশনের টাকার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরে ফিরে মরে পড়ে আছেন, অতঃপর পিয়ন তার মৃতদেহের উপর পেনশনের চিঠি ফেলে দিয়ে আসে।

ঘটনা দুটো বাস্তব। একটুও অতিরঞ্জিত

(৯–এর পৃষ্ঠায় দেখুন)